ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

সভাপতি, কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ - ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিঃ

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন-১ : কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর রূপকল্প (Vision),অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলি

সেকশন-২ : কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী-১ : শব্দ সংক্ষেপ

সংযোজনী-২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী-৩ :কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

উপক্রমণিকা (Preamble)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও এর আওতাধীন পবিসসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কে প্রদত্ত বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে:-

সভাপতি,কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এবং

সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০১৯ সালের... জুন মাসের ...১৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

কক্সবাজার পবিস এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Coxsbazar PBS)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক) সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯) ঃ

কক্সবাজার জেলার সদর,উখিয়া,টেকনাফ,চকরিয়া,পেকুয়া,মহেশখালী,বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি এবং লামা উপজেলার আংশিক এলাকার সমন্বয়ে ২৯০৭.৯৫০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কক্সবাজার পবিস এর সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯) নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	গ্রাহক সংযোগ	নির্মিত লাইন	বকেয়া মাস	সিষ্টেম লস
২০১৬-২০১৭	৪২৭৬৪	৩৯৮	২.১৮	১৭.৩১%
২০১৭-১৮	৪২৭১৯	১০২৭	১.৭৯	১৮.০০%
২০১৮-১৯ (মার্চ-১৯ পর্যন্ত)	৩০১০৮	১৩১২	১.৮৮	১৫.৮৬%

গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিকি উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মার্চ-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৩৩৬.৩৫২ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইনের নির্মান সম্পন্ন করা হয়েছে।

মার্চ-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ২,৮০,৯৩০ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র পবসিরে ১১ টি উপকন্দ্রে যথাক্রমে ১। কক্সবাজার (সদর) উপকন্দ্রে (১৫ এমভিএ), ২। উখিয়া-১ উপকন্দ্রে (২০ এমভিএ), ৩। উখিয়া-২ (নদিানিয়া) উপকন্দ্রে (১০ এমভিএ), ৪। টকেনাফ-১ উপকন্দ্রে (২০ এমভিএ), ৫। টকেনাফ-২ (লদো) উপকন্দ্রে (১০ এমভিএ) , ৬। ঈদগাঁও উপকন্দ্রে (১০ এমভিএ), ৭। চকরিয়া-১ উপকন্দ্রে (১৫ এমভিএ), ৮। পেকুয়া-১ উপকেন্দ্র (১৫ এমভিএ), ৯। মহশেখালী-১ (কেরনতলী) উপকন্দ্রে (১০ এমভিএ) ,১০। মহশেখালী-২ (ঘোরকঘাটা) উপকেন্দ্র (১০ এমভিএ), ১১। মহশেখালী-৩ (উ.নলবিলা) উপকেন্দ্র (১০ এমভিএ) এর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

১। সুইচিং ষ্টেশন/ সাব-ষ্টেশনের জমি ক্রয় সংক্রান্তঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাপবিবোর্ডের UREDS; DCSD প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মানের জন্য ৪০ শতাংশ জমি এবং "JICA" এর অর্থায়নে Matarbari Ultra Super Critical Coal Fired Power Project এর আওতায় মহেশখালী-৩ (উত্তর নলবিলা) ৩৩/১১ কেভি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য ৪৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজার-২ (তোতকখালী),পেকুয়া-২ (টইটং),চকরিয়া-২ (বড়ইতলী),কক্সবাজার-৩ (খুরুশকুল) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে, উখিয়া-৩ (শফিরবিল) এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং রামু সেনানিবাস এলাকায় সাব ষ্টেশন নির্মানের জন্য সেনানিবাস হতে জমি গ্রহন করা হয়েছে। উখিয়া-৪ (পালংখালী) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজার-৪ (খুরুশকুল আশ্রায়ন প্রকল্প) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য আশ্রায়ন প্রকল্প হতে জমি গ্রহন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ-৩ (সাবরাং ট্যুরিষ্ট জোন) এবং রামু-২ (ঈদগর) উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২। গ্রীড উপকেন্দ্র সংক্রান্তঃ

মাতারবাড়ী ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রটি গত ৩০/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চালু হওয়ায় বর্তমানে চকরিয়া-১,পেকুয়া-১ এবং মহেশখালী-১ (কেরনতলী), মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা), মহেশখালী-৩ (উ. নলবিলা) ; ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র গুলো মাতারবাড়ী গ্রীড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় দূরত্ব কমে যায়।ফলে বর্নিত উপকেন্দ্র গুলোর ইনকামিং ভোল্টেজ এবং আউটগোয়িং ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাওয়ায় লাইন লস উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

কক্সবাজার পবিসের আওতায় মেগা প্রকল্প সমুহে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কক্সবাজার গ্রীডের ক্ষমতা বর্ধনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। পবিসের নিজস্ব অর্থায়নে কক্সবাজার ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্রের কন্ট্রোল রুম বিল্ডিং সম্প্রসারন করে ০৩ (তিন) টি ৩৩ কেভি ইনডোর টাইপ বে-ব্রেকার স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডারটি কক্সবাজার চাইন্দা হতে উখিয়া-১ এবং উখিয়া-২ উপকেন্দ্র ০২ টি কে ২৬ কিঃমিঃ #৪৭৭ এমসিএম কন্ডাক্টর দ্বারা ডাবল সার্কিট লাইন নির্মান করে আলাদাভাবে নতুন একটি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। অপর ০১টি ৩৩ কেভি বে-ব্রেকার এর মাধ্যমে চকরিয়া ৩৩ কেভি ফিডার এর মাধ্যমে ঈদগাঁও ১০ এমভিএ উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। কক্সবাজার গ্রীড হতে #৬৩৬ কন্ডাক্টর দ্বারা ০.৭ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ করে নতুন একটি ব্রেকারের মাধ্যমে সদর উপকেন্দ্র কে টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার হতে আলাদা করার কাজ এপ্রিল'১৯ ইং মাসের মধ্যে শেষ হবে।

৩। সুইচিং ষ্টেশন নির্মান সংক্রান্তঃ

কক্সবাজার এর মিঠাছড়িতে চাইন্দা নামক স্থানে বিশ্ব ব্যাংকের আওতায় একটি সুইচিং ষ্টেশন নির্মান কাজ চলমান আছে। কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রে হতে সুইচিং ষ্টেশনের জন্য নতুন ০২ টি ৩৩ কেভি ব্রেকার গত ১৮/০১/১৮ইং তারিখে স্থাপন করা হয়েছে। কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্র হতে নির্মাণাধীন সুইচিং ষ্টেশন পর্যন্ত ৬.৫ কিঃমিঃ ৬৩৬ এমসিএম কন্ডাক্টর দ্বারা ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্র হতে সুইচিং ষ্টেশন পর্যন্ত ৬.৫ কিঃমিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রে স্থাপিত নতুন ৩৩ কেভি ব্রেকারের মাধ্যমে টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার হতে আলাদা করে উখিয়া-১ এবং উখিয়া-২ (৩৩/১১) কেভি উপকেন্দ্রকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৩৩ কেভি সুইচিং ষ্টেশন নির্মাণের কাজ শেষ হইলে ৩৩ কেভি লাইন বিভাজন সম্ভব হবে, নতুন সোর্স লাইনে ৩৩ কেভি সংযোগ দেওয়া যাবে এবং সিষ্টেম লস হ্রাস পাবে।

৪) নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ সংক্রান্তঃ

- ক) কক্সবাজার গ্রীড হতে সুইচিং স্টেশন পর্যন্ত ৬.৫ কি.মি. ৬৩৬ কন্ডাক্টর এর মাধ্যমে ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

- খ) সুইচিং ষ্টেশন হতে ডিকপাড়া পর্যন্ত ৫.৫ কি.মি. ৪৭৭ এমসিএম কন্ডাক্টরের মাধ্যমে ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট নির্মানের কাজ চলমান আছে যা জুন'১৯ ইং মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

- গ) কক্সবাজার-২ (তোতকখালী) উপকেন্দ্র হতে কক্সবাজার-৪ (আশ্রয়ন প্রকল্প) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১০.৬২ কি.মি. ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট নির্মানের কাজ চলমান আছে যা জুন'১৯ ইং মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

- ঘ) কক্সবাজার গ্রীড হতে চকরিয়া-১ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৪৬ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পিডিবি ঈদগাও ৩৩ কেভি ফিডার থেকে টি-অফ অপসারন করা হয়েছে।

- ঙ) টেকনাফ-১ উপকেন্দ্র হতে প্রস্তাবিত সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক পর্যন্ত (সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক উপকেন্দ্র) ১২.৫ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করে ১১ কেভি দ্বারা সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- চ) মহেশখালী-১ (কেরনতলী) উপকেন্দ্র হতে মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১২.৫ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং গত ১৭/০৭/২০১৮ ইং তারিখে মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) উপকেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে।

- ছ) চাইল্যাতলী থেকে মহেশখালী-৩ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৬.৬ কি.মি. জাইকা প্রকল্পের আওতায় ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাতারবাড়ী গ্রীড হতে চাইল্যাতলী উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৬.২৫ কি.মি. ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করে চকরিয়া-১ উপকেন্দ্র এবং পেকুয়া-১ উপকেন্দ্র এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।ডাবল সার্কিটের অপর একটি ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে মহেশখালী-১ (কেরনতলী) এবং মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) এবং মহেশখালী-৩ (উ. নলবিলা) উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

- জ) চকরিয়া-১ (ফাসিয়া খালী) উপকেন্দ্র হতে চকরিয়া-২ (বড়ইতলী) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১২.৩৬ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ চলমান আছে।

- ঝ) পেকুয়া-১ উপকেন্দ্র হতে পেকুয়া-২ (টেইটং) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১০ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ চলমান আছে।

- ণ) ঈদগাও উপকেন্দ্র হতে রামু-২ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১১.৫০ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ চলমান আছে।
- ট) উখিয়া-২ উপকেন্দ্র হতে উখিয়া-৩ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৫.৮৭ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ শেষ হয়েছে।

- ঠ) "বানৌজা শেখ হাসিনা" সাবমেরিন ঘাঁটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পেকুয়া-১ উপকেন্দ্র হতে সাবমেরিন ঘাঁটি পর্যন্ত ১৩ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে ।

- ড) মাতারবাড়ী গ্রীড হতে ধলঘাটা অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ৮.৬৪ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মান কাজ শেষ হয়েছে।এছাড়া চাইল্যাতলী থেকে লালব্রীজ পর্যন্ত ৯ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে।যা নির্মান হলে চকরিয়া-১ উপকেন্দ্র এবং পেকুয়া-১ উপকেন্দ্রে আলাদা ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে।

- ঙ) মাতারবাড়ী গ্রীড হইতে কোল পাওয়ার (কোহেলিয়া- সিঙ্গাপুর) প্রজেক্টে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৫.৭৩ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন এবং কোল পাওয়ার জাপান প্রজেক্টে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৫.৭২৫ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে।

- ণ) সুইচিং স্টেশন হতে উখিয়া-১ উপকেন্দ্র, উখিয়া-২ উপকেন্দ্র এবং টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রে পৃথকভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৭৫.৪১৩ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইনের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ত) টেকনাফ-১ উপকেন্দ্র হতে প্রস্তাবিত টেকনাফ-৩ (সাবরাং) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১২.৬০ কি.মি. ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইনের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- থ) লাল ব্রিজ হতে পেকুয়া-২ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১২.৫০ কি.মি. ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইনের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- দ) কক্সবাজার সুইচিং স্টেশন থেকে ঈদগাহ উপকেন্দ্র এবং রামু-২ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ২৮.৮৮ কি.মি ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ধ) কক্সবাজার সুইচিং স্টেশন থেকে ডিকপাড়া পর্যন্ত আলাদা সোর্স নির্মানের জন্য ৬.৩০ কি.মি ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ন) কক্সবাজার সুইচিং স্টেশন থেকে রামু-১ (সেনানিবাস) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৭.৯৫ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যার কাজ জুন'১৯ ইং মাসের মধ্যে শেষ হবে।

- প) মাতারবাড়ী গ্রীড হতে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-১ (ঠাকুরতলা) পর্যন্ত ২৪.৮৬৭ কি.মি. ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট লাইনের BOQ প্রেরন করা হয়েছে যার কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ফ) মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) হতে সোনাদিয়া পর্যন্ত ১৪.২৫ কি.মি. ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং লাইন নির্মানের কাজ চলমান আছে।

৫) <u>৩৩ কেভি লাইন আপগ্রেডশন সংক্রান্তঃ</u>

- ক) চকরিয়া ৩৩ কেভি ফিডারের মগবাজার হতে মহেশখালী-১ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৪ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইনের মারর্লিন ডগ, ৪/০ তারকে ৪৭৭ এমসিএম তার দ্বারা আপগ্রেড করা করা হয়েছে।

- খ) কক্সবাজার গ্রীড হতে বসুন্ধরা পার্ক পর্যন্ত ০৩কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইনের মার্লিন তার ৪৭৭ এমসিএম তার দ্বারা আপগ্রেড করা হয়েছে।

- গ) টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডারের ৪৫ কিঃমিঃ লাইনের তার পরিবর্তনের জন্য UREDS প্রকল্পের আওতায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে, ৫কিঃমিঃ লাইনের তার পরিবর্তনের জন্য DNES প্রকল্প এবং ৩০ কিঃমিঃ লাইনের তার পরিবর্তনের জন্য UREDS প্রকল্পে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

৬। <u>৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্তঃ</u>

UREDS প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী-২ (গোরকঘাটা) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্রটি জুলাই'১৮ ইং মাসে চালু করা হয়েছে।
JICA প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী -৩ (উত্তর নলবিলা) (১০ এমভিএ) উপকেন্দ্রটি আগস্ট'১৮ ইং মাসে চালু করা হয়েছে।

- ক) কক্সবাজার-২ (তোতকখালী) ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ চলমান আছে যা আগামী জুন'১৯ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে। কক্সবাজার-২ উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হলে কক্সবাজার-১ এবং ঈদগাহ্ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ১১কেভি ফিডারের লাইনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে তথা সিস্টেম লস কমবে।

- খ) রামু-১ (ক্যান্টনমেন্ট) ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র ১.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ চলমান আছে যা আগামী জুন'১৯ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে। রামু-১ উপকেন্দ্র নির্মানের কাজ সম্পন্ন হলে উখিয়া-১ এবং উখিয়া-২ উপকেন্দ্রের ১১ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে। তথা সিস্টেম লস কমবে।

- গ) উখিয়া-৩ (পাটুয়ারটেক) ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ চলমান আছে যা আগামী জুন'১৯ ইং তারিখের মধ্যে চালু হবে। উখিয়া-৩ উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হলে টেকনাফ-১; ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে তথা সিস্টেম লস কমবে।

- ঘ) কক্সবাজার-৪ (খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্প-২),৩৩/১১ কেভি, (২ X ১০/১৪) এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মানের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।সয়েল টেস্ট সম্পূন।কক্সবাজার-৪ উপকেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হলে কক্সবাজার-১ উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডারের লাইনের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে তথা সিস্টেম লস কমবে।

- ঙ) উখিয়া-৪ (পালংখালী) উপকেন্দ্র এডিবির অর্থায়নে নির্মানের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং পবিসের নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় করা হয়েছে। উখিয়া-৪ (পালংখালী) উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উখিয়া-১,টেকনাফ-১ এবং টেকনাফ-২ উপকেন্দ্রের ফিডারের লোড বিভাজন হবে। তথা সিস্টেম লস কমবে।

উপরে বর্ণিত উপকেন্দ্র গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পাদন হলে ১১ কেভি ফিডারের দৈর্ঘ্য এবং লোড হ্রাস পাবে। যার ফলে অত্র পবিসের কোন ১১ কেভি ফিডার ওভার লোডেড থাকবে না। ফলে ১১ কেভি লাইন লস্ তথা সিস্টেম লস অনেকাংশে কমে যাবে। বর্তমানে ১১টি উপকেন্দ্রের মধ্যে কোন উপকেন্দ্র ওভার লোডেড নাই।

৭) আগামী ১০ বৎসরে অত্র পবিসের প্রস্তাবিত লোডঃ

২০১৮ সাল থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত উপকেন্দ্রের মোট বর্ধনকৃত ক্ষমতা (Upgradation) = ৭৫ এমভিএ।
উপকেন্দ্রের ২০২২ সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (১১৫+৩১৫) এমভিএ = ৪৩০ এমভিএ।
উপকেন্দ্রের ২০২৭ সালের মোট প্রস্তাবিত ক্ষমতা = (৭৫+৪৩০) এমভিএ = ৫০৫ এমভিএ।

৯) ১১ কেভি ফিডার সংক্রান্তঃ

কক্সবাজার পবিসের আওতায় ৪১ টি ১১ কেভি ফিডার মিটারিং এর মাধ্যমে লস নির্ধারণ করা হচ্ছে। বাপবিবোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ফিডারভিত্তিক লস হিসাব করার নিমিত্তে ১১ কেভি ফিডার সমূহ মিটারিং এর আওতায় আনা হয়েছে।
১। উখিয়া-১ উপকেন্দ্রের ০৪ নং (মরিচ্যা) এবং ০৫ নং (কোটবাজার) ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে।
২।মহেশখালী-১ কেরনতলী উপকেন্দ্রের ০৬ নং (কালমারছড়া) ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে।
৩। পেকুয়া উপকেন্দ্রের ০৬ নং ফিডারের লোড বিভাজন করা হয়েছে।
৪। টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং (শামলাপুর) ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.১৫ মেঃ ওঃ।লোড বিভাজনের জন্য ২.৬০৯ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাবল সার্কিট লাইন নির্মানের কাজ সম্পন্ন করে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা হয়েছে।
৫। চকরিয়া-১ উপকেন্দ্রের ৪ নং (হারবাং) ফিডারটির লোড বিভাজন করা হয়েছে।
৬। সদর উপকেন্দ্রের ০৪ নং (বাংলাবাজার) ফিডারটির বর্তমান পিক লোড ৩.০ মেঃ ওঃ। লোড বিভাজনের জন্য ০২ কিঃ মিঃ ডাবল সার্কিট লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪ নং ফিডার হতে ১.২ মেঃ ওঃ লোড স্থানান্তর করা হয়েছে।

৯। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্তঃ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক অত্র পবিসের ভৌগলিক এলাকায় ০৭ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্ধারন করেছে। সাবরাং অর্থনৈতিক অঞ্চলে সংযোগ প্রদানের জন্য ১২.০২৯ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মান করে বিদ্যমান ১১ কেভি ফিডারে হুকআপ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪.৬২৯ কিঃ মিঃ আরইই-সিএসডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় লাইন নির্মান শেষে চালু করা হয়েছে।
নাফ ট্যুরিজম পার্ক (জালিয়ার দ্বীপ) এ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ কেভি সাব-মেরিন ক্যাবল লাইন নির্মান করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

১০। মাতারবাড়ী ২X ৬০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ =

মাতারবাড়ী ২X ৬০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মিনি ঠিকাদারের মাধ্যমে মোট = ২৮.৭৯১ কিঃ মিঃ লাইন নির্মান সম্পন্ন হয়েছে । বৈদ্যুতিক খুটি স্থানান্তরের জন্য আবেদন করায় ইতিমধ্যে ১৫০টি খুঁটি অপসারণ করে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে।
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড এ বর্তমানে মহেশখালী উপকেন্দ্র-৩(উ: নলবিলা) এর মাতারবাড়ী ফিডার থেকে মোট ২২৯ কি:ও: লোডের ১১ টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। জেটি নির্মাণ কাজের জন্য হুন্দাই কোম্পানিকে ২০০ কি:ও: লোডের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। আরও ০২ মে:ও: লোড সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের অবকাঠামো নির্মান কাজের ঠিকাদার সমিতমু কর্পোরেশন,তোশিবা এর সাব ঠিকাদার ফসকো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন কোঃ লিঃ কর্তৃক মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ৩৩ কেভি সোর্স লাইন নির্মান করেছে। শীঘ্রই ৩৩ কেভি লাইন চালু করে ৩ এমভিএ লোড সরবরাহ করা হবে।

১১। <u>গ্রীড টাইড পিভি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ঃ</u>

টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ কর্তৃক হ্নীলা মৌজায় ২০ মেঃওঃ (AC) গ্রীড টাইড পিভি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ সম্পূর্ন হয়েছে এবং গত ১৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখ হতে বানিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।এই পর্যন্ত সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে দিনের বেলায় সর্বোচ্চ ২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের সোর্স লাইনের দৈর্ঘ্য হবে ১০ কিঃমিঃ এবং টেকনাফ-২(হ্নীলা) উপকেন্দ্রের সোর্স লাইনের দৈর্ঘ্য হবে মাত্র ১ কিঃমিঃ।বর্তমানে কক্সবাজার গ্রীড হতে টেকনাফ-১ এবং টেকনাফ-২ উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৮০ কিঃমিঃ এবং ৭০ কিঃমিঃ।

১২। <u>উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার রোহেঙ্গা শরনার্থী ব্যবস্থাপনা অফিসে (ক্যাম্প) ও আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থাদের বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত ঃ</u>

০১। নিবন্ধন কেন্দ্র সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ০৬ টি।

০২। ত্রান বিতরন কেন্দ্র সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ০৯ টি।

০৩। ত্রান গ্রহন ও বিতরন সমন্বয় কেন্দ্র সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ০৩ টি।

০৪। মেডিক্যাল ক্যাম্প সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ০৫ টি ঃ- বেক্সিমকো ফার্মা (০৭ কিঃওঃ), সাজিদা ফাউন্ডেশন (০৭ কিঃওঃ), হিউম্যান এইড (০৩ কিঃওঃ), গ্লোবাল রিলিফ (০৮ কিঃওঃ), ফ্রেন্ডশীপ (০৭ কিঃওঃ)।

০৫। সেনা সদস্যগনের আবাসিক স্থানে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ০৪ টি (১৪ কিঃওঃ)

০৬। **WFP** অফিসের জন্য ০৮ কিঃওঃ এর একটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

০৭। **WFP** আবেদন কৃত পোল স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন।

০৮। মোবাইল চার্জিং (প্রতিটি ০২ কিঃওঃ) স্টেশন স্থাপন ০৪ টি (এক সাথে ২০ টি মোবাইল চার্জ দেওয়া যায়)।

০৯। মোট ৬৮ টি স্পটে নিরাপত্তা বাতি (স্ট্রীট লাইট) স্থাপন করা হয়েছে।

১০। মোট ১০ টি স্পটে নিরাপত্তা বাতি (ফ্লাড লাইট, ৪০০ ওঃ) স্থাপন করা হয়েছে।

১১। কোষ্ট ট্রাষ্ট (০২ কিঃওঃ), মালয়েশিয়ান হসপিটাল (১৮০ কিঃওঃ), আইওএম (৬৬ কিঃওঃ), এমএসএফ-গয়ালমারা (০৮ কিঃওঃ) মেডিক্যাল ক্যাম্প, আইওএম হাসপাতাল (ডি-৪)(৪০ কিঃওঃ) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১২। পুলিশ ক্যাম্প ০৪ টি ঃ- তাজনিমারখোলা , বালুখালী, ময়নারঘোনা, মধুর ছড়া সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১৩। কুতুপালং ০১নং, ৩নং, ১৬নং নতুন ক্যাম্প ইনচার্জ এর অফিসে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ঘুমদুম ও নয়াপাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কেন্দ্রে ও হেলিপ্যাডে অবস্থিত সেনা ক্যাম্পে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ।

১৪। হিউম্যান ক্রিষ্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ২ কিঃওঃ, কুতুপালং এ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১৫। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম,১ ফেজ(১০ কেভিএ) লোড বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ৩ ফেজ(৬৭ কিঃওঃ) লোড কুতুবপালং ক্যাম্প,এবং ইউনাইটেড ন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (১১০ কেভিএ) লোড উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য ডিমান্ড নোট প্রদান করা হয়েছে ।

১৬। আইডিএফ(০২ কিঃওঃ), কাতার চ্যারিটি (০৭ কিঃওঃ) মেডিক্যাল ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে ।

উখিয়া উপজেলায় মোট ২৩ টি ও টেকনাফ এলাকায় ১০টি ক্যাম্প অফিস নির্মাণ চলমান আছে। উক্ত ক্যাম্প অফিস ছাড়াও বহু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও (যেমন-**UNHCR, IOM, WHO, FAO, MSF, ICRC, BRAC, HANDICAP, ACF** ইত্যাদি) অফিস গড়ে উঠছে। উক্ত অফিস সমূহে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭।২০০০টি সোলার সড়ক বাতি স্থাপনের জন্য গত ১৯/১১/২০১৮ ইং তারিখে ইনজেন টেকনোলজিকে NOA প্রদান করা হয়েছে। স্থাপন কাজ চলমান আছে।

১৮।২০০টি লাইটনিং এরেস্টার স্থাপনের জন্য গত ২৫/১১/২০১৮ ইং তারিখে এলপিআই-ইউসিসিকে NOA প্রদান করা হয়েছে। স্থাপন কাজ চলমান আছে।

১৯।১১ কেভি ৫০ কিঃমিঃ লাইন নির্মানের জন্য গত ০২/১২/২০১৮ ইং তারিখে জেভি(সিভিল এন্ড ইলেকট্রিকেল ইজিএঞ্জিনিয়ারিং লিঃ ও শাহ এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ এনড সিলিকন ইঞ্জিনিয়ারস) কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। লাইন নির্মান কাজ চলমান।

২০। ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য ৪০ শতাংশ জমি ক্রয় সম্পন্ন। মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন।

২১। ৫০ কিঃমিঃ ১১/৬.৩৫/০.৪০০/০.২৩৫ কেভি লাইন নির্মানের কাজ চলমান। বর্তমানে ১১০০ পোলের মধ্যে ৫৫০টি পোল স্থাপন করা হয়েছে।

২২। আরও ২০০০টি সোলার সড়ক বাতি স্থাপনের সম্মতি প্রদানের জন্য এডিবিতে দরপত্র দলিল প্রেরন করা হয়েছে।

২৩। ৫০টি Neno Solar Grid নির্মানের (৩ কিঃওঃ - ১০ কিঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন) সম্মতি প্রদানের জন্য এডিবিতে টেন্ডার

মুল্যায়ন করা হয়েছে।

খ) সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জেসমূহঃ

১। গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহঃ

টেকনাফ ৩৩ কেভি ফিডার যার Line Length ৭৯.৫০ কিঃ মিঃ। টেকনাফ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে বর্তমান চাহিদা ১৫ মেঃওঃ। কক্সবাজার গ্রীড হতে টেকনাফ উপকেন্দ্রের দূরত্ব বেশি হওয়ায় ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের ভোল্টেজ ২২ কেভি এর বেশি পাওয়া যায়না। ১১ কেভি ফিডারে লাইন ভোল্টেজ রেগুলেটর এবং ক্যাপাসিটর স্থাপন করেও মানসম্মত ভোল্টেজ সরবরাহ করতে না পারায় গ্রাহক অসন্তোষ আছে এবং ক্রমাগত লোড বৃদ্ধির ফলে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে। টেকনাফ উপজেলায় নির্মানাধীন ০২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে ০১টি গ্রীড নির্মান করা জরুরী। **টেকনাফ উপজেলায় একটি গ্রীড উপকেন্দ্র না থাকার ফলে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখা সমিতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।**

২) তারল্য সংকটঃ

বিগত বছর সমূহে সমিতির লোকসান বেশি ছিল । নতুন গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের সুফল হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে সমিতি লোকসান কমিয়ে আনতে পারবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া ডিসেম্বর'২০১৭ ইং মাস হতে নতুন বিএসটি রেট কার্যকর হওয়ায় সমিতির লোককসানের পরিমান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। আশা করা যায় জুন'২০১৯ ইং মাসের মধ্যে অত্র পবিস একটি লাভজনক পবিসে উন্নীত হবে। তবে দীর্ঘদিনের ক্রমপূঞ্জিভূত লোকসানের কারনে এপিএ টার্গেট অনুযায়ী ঋণের সুদ ও মূলধন পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়বে।

৩) সরকারী/আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়াঃ

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে,সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহার কারনে বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বছরে একবার বিশেষ করে এপ্রিল/মে/জুন মাসে বকেয়া পরিশোধে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বছর শেষেও বাজেটের অজুহাতে একটি বড় অংকের বিল বকেয়া রাখছে। ফলতঃ তাদের সরবরাহের জন্য ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মুল্য সমিতিকে যথাসময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু এসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমিতির তারল্য সংকটকে এসব বকেয়া প্রকট করে তুলছে এবং এ্যাকাউন্টস রিসিভেবলের টার্গেট অর্জনকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলেছে।

৪) গ্রাহক অসচেতনতাঃ

এলাকার গ্রাহকসমূহকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এলাকার নতুন সংযোগ প্রত্যাশি লোক অসচেতন হওয়ায় কিছু অসাধূ চক্রের সৃষ্ট জটিলতায় সংযোগ প্রক্রিয়া অনেক সময় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সমস্ত প্রকার অসাধু চক্রের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে শতভাগ বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা চলছে। সচেতন না হওয়ায় প্রায় ৬০% গ্রাহক নিয়মিত বিল পরিশোধ করেনা। ফলে এরুপ গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

গ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন ডিসেম্বর'২০১৭ মাসে কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং এপ্রিল'১৮ ইং মাসে টেকনাফ উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ডিসেম্বর'১৮ ইং মাসে লামা উপজেলার (আংশিক) শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। পেকুয়া উপজেলা এবং রামু উপজেলা মার্চ'১৯ ইং মাসে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট উখিয়া উপজেলা সেপ্টেম্বর'১৯ ইং মাসে, মহেশখালী উপজেলা ডিসেম্বর'১৯ ইং মাস, নাইক্ষ্যংছড়ি (আংশিক) সেপ্টেম্বর'১৯ ইং মাসে এবং চকরিয়ার উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগামী জুন'১৯ ইং মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে ।

২। প্রস্তাবিত ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র সমূহঃ

১। মহেশখালী ইজেড-১ (ঠাকুরতলা), ২। মহেশখালী ইজেড-(উত্তর নলবিলা) ৩। মহেশখালী ইজেড-(ধলঘাটা), ৪। কক্সবাজার প্রি-ট্রেড জোন- (ঘটিভাংগা) , ৫। মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ ৬। কোহেলিয়া কয়লা বিদ্যুৎ, ৭। পেকুয়া-২ (মগনামা), ৮। সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, ৯। জালিয়ার দ্বীপ, এবং ১০। ডুলাহাজরা, ১১। রশিদনগর, ১২। পালংখালী, ১৩। শামলাপুর, ১৪। সোনাদিয়া, ১৫। সুইচিং ষ্টেশন। এই সর্বমোটি ১৫ টি ৩৩/১১ উপকেন্দ্র (প্রতিটি ১০ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন) এর কাজ আগামী ২০২০-২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

২। প্রস্তাবিত গ্রীড উপকেন্দ্রঃ

চকরিয়া উপজেলায় ০১ টি, টেকনাফ উপজেলায় ০১ টি এবং রামু উপজেলায় ০১ টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মানের জন্য প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
উক্ত গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মান ও বিদ্যুতায়নের পর উক্ত গ্রীড হতে বিদ্যুৎ গ্রহনের ফলে সমিতির ৩৩ কেভি লাইন এর দৈর্ঘ্য বর্তমান অবস্থা হতে অনেকাংশে কমে যাবে। ফলে অত্র সমিতির সিষ্টেম লস ১০% এর মধ্যে রাখা সম্ভব হবে।

৩। স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনঃ

বকেয়া মাস ১.৪৫ অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহনের পাশাপাশি গ্রাহক প্রান্তে ২৫,০০০ এক ফেজ এবং ৪০০ টি তিন ফেজ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন করার জন্য প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তকরন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

০১। অত্র পবিসের আওতাধীন ডিসেম্বর'২০১৭ মাসে কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং এপ্রিল'২০১৮ মাসে টেকনাফ উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ডিসেম্বর'১৮ ইং মাসে লামা উপজেলার (আংশিক) শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। পেকুয়া উপজেলা এবং রামু উপজেলা মার্চ'১৯ ইং মাসে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট উখিয়া উপজেলা সেপ্টেম্বর'১৯ ইং মাসে, মহেশখালী উপজেলা ডিসেম্বর'১৯ ইং মাস, নাইক্ষ্যংছড়ি (আংশিক) সেপ্টেম্বর'১৯ ইং মাসে এবং চকরিয়ার উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগামী জুন'১৯ ইং মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে ।
০২। ০৪ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র আপগেডেশন সম্পন্ন করা হয়েছে
০৩। ০২ টি ৩৩/১১ কেভি (১০ এমভিএ) ইনডোর টাইপ উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে।
০৪। ০৩ টি ৩৩/১১ কেভি (১০ এমভিএ) ইনডোর টাইপ উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
০৫। বকেয়া মাস ১.৪৫ অর্জন করা।
০৬। সিষ্টেম লস এপিএ টার্গেট অনুযায়ী ১৩.০০% অর্জন করা।
০৭। ৫২.৭২৪ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মান করে ঈদগাও এবং টেকনাফ ফিডারকে আলাদা করে আরো ০২ টি নতুন ৩৩ কেভি ফিডার চালু করা হয়েছে । তাছাড়া সাবরাং উপকেন্দ্রের জন্য আরো নতুন ১২.৫০ কিঃ মিঃ,সুইচিং ষ্টেশনের আওতায় কক্সবাজার-২ (তোতকখালী) উপকেন্দ্রের জন্য ১৭.০০ কিঃমিঃ,মহেশখালী-১ উপকেন্দ্র হতে মহেশখালী-২ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ১৩ কিঃ মিঃ,মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র হতে মহেশখালী-৩ উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৬.৫০ কিঃ মিঃ নতুন ৩৩ কেভি লাইন নির্মান করা হয়েছে।
০৮। সদর উপকেন্দ্রের আওতায় বাংলাবাজার ফিডার, টেকনাফ-১ উপকেন্দ্রের আওতায় শামলাপুর ফিডার এবং মহেশখালী-১ উপকেন্দ্রের আওতায় মাতারবাড়ী ফিডারের ১১ কেভি লাইনের লোড বিভাজন করা হয়েছে।
০৯। মেগা প্রকল্প সমুহে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কক্সবাজার গ্রীডের ক্ষমতা বর্ধনের জন্য ৫০/৭৫ এমভিএ পাওয়ার ট্রান্সফরমার এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজার গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ১৪১ মেঃ ওঃ ।
১০। চলতি অর্থ বৎসরে বিভিন্ন সাইজের সর্বমোট ১৮১ টি ট্রান্সফরমার আপগ্রেড করা হয়েছে।
১১। চলতি অর্থ বৎসরে মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়নপূর্বক চালু করা হয়েছে।
১২। চলতি অর্থ বৎসরে ৩১ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি লাইন, ৩৮ কিঃ মিঃ ১১ কেভি লাইন এবং ০৪টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র আপগ্রেড করা হয়েছে এবং ১৫২ টি ঝুকিপূর্ন বিনষ্ট খুটি পরিবর্তন করা হয়েছে।
১৩। সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক রোহিংগা ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
১৪। পবিসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সেকশন ১ ঃ

কক্সবাজার পবিস এর রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (vision) ঃ কক্সবাজার পবিস এর আওতাধীন সকল জনগনকে গুণগতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ ডিসেম্বর/২০১৯ ইং সালের মধ্যে অত্র পবিসের আওতাধীন সমগ্র জনগোষ্ঠিকে (প্রতিটি ঘরে) বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

১.৩ কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ (strategic Objective) ঃ

০১। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন।
০২। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান।
০৩। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠি বৃদ্ধি।
০৪। আর্থিক সক্ষমতা অর্জন।

১.৩.১ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

০১। দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
০২। কর্মপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
০৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
০৪। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।
০৫। তথ্য অধিকার ও সপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা।
০৬। আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ . কার্যাবলি (Functions) ঃ

০১। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারনের মাধ্যমে অত্র পবিসের আওতাধীন সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন।
০২। কারিগরী উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ।
০৩। বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহকগনকে মিতব্যয়ী করা এবং উৎপাদনমুখী কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
০৪। অত্র পবিসের এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।
০৫। পবিসের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করা।
০৬। নতুন গ্রাহক সংযোগ সহজীকরণ।
০৭। বৈদ্যুতিক লাইন নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত করা।
০৮। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পথস্বত্ত্ব মুক্তকরণ।
০৯। গ্রাহকের অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসন করা।
১০। বকেয়া আদায় করা এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
১১। সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুষ্ঠ কর্মপরিবেশ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
১২। সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন।
১৩। ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের মাধ্যমে উত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ।

সেকশন-২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কক্সবাজার পবিস

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক (Target Year) Target/Criteria Value for FY 2019-20	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০২১-২২
						২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (এপ্রিল'১৯ পর্যন্ত)*	অসাধারণ (১০০%)		
1 . Development of distribution system	30	1.1.Reduction of System Loss	1.1.1. System Loss w/o resale -Grid Meter (Lower better)	%	26	18.00%	16.43%	13.00%		
		1.2 Inspection & maintenance of distribution line	1.2.1Ratio of inspection & maintenance of distribution line (KM) against energized line (KM) (Higher better)	Ratio	1	34.48%	42.00%	100.00%		
		1.3 Store management performance	1.3.1. Store management performance (Higher better) Physical inventory of all stores under the PBS (WF-1)	%	1	100.00%	100.00%	100.00%		
			1.3.2 Timely close-out of Mini & Force work orders (WF-1)	%	1	100.00%	90.00%	90.00%		
		1.4 Action on Meter Report	1.4.1 Action on Meter Report (Higher better)	%	1	100.00%	100.00%	100.00%		
2. Ensure uninterrupted and quality electricity supply	5	2.1.Ensure uninterrupted electricity Supply	2.1.1. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)	Minutes	2	1094.022	298.21	1300.00		
			2.1.2. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)	Times	2	18.238	2.53	46.00		
		2.2. Ensure quality electricity Supply	2.2.1. Improvement of Power Factor (Higher better)	%	1	94.00%	93.00%	92.00%		
3. Access to electricity & improve customer satisfaction	8	3.1 New Connection	3.1.1. % of new connected consumers	Number	2	100.00%	100.00%	100.00%		
		3.2 Repair of Transformer	3.2.1 Ratio of damaged & repairable transformer (No.) against total installed transformer (No.) (Lower better)	Ratio	1	10.03%	6.42%	0.10%		
		3.3 Reduce of Damaged Transformer	3.3.1 Percentage of Repairable Transformer repaired (Higher better)	%	1	72.63%	72.53%	95.00%		
		3.4 Reducing Overloaded Transformer	3.4.1 Percentage of Overload Transformer against Total Transformer Installed	%	1	100.00%	0.00%	0.02		
		3.5 Customer satisfaction	3.5.1 No. of Public Hearing	Number	2	0	41	50		
		3.6 Customer satisfaction	3.6.1 Timeliness to attend Consumer's complain	%	1	100%	100.00%	100.00%		
4. Improvement of institutional efficiency & capacity	35	4.1 Improvement of institutional efficiency (Financial)	4.1.1 O & M Expense/ KWH (Lower better) (Excluding Power cost, Depreciation & Amortization expense, Interest expense and Provision for uncollectible Amount. i.e. 0.5% of sale of electricity):	TK/ KWH	4	1.02	0.84	1.02		
			4.1.2 Revenue Per KM of Line w/o resale: (Higher better)	TK.	1	304.67	219.20	274.00		
			4.1.3 Accounts receivable w/o resale & rebate (Lower better)	Eqv. Month	15	1.79	1.97	1.40		
			4.1.4 Accounts Payable (Month)	Month	1	1	1	1		
			4.1.5 Collection Bill (CB) Ratio (%) (Higher better)	%	1	99.00%	95.68%	99.00%		
			4.1.6 Inter-PBS Transaction (%) (Higher better)	%	4	0	100.00%	90.00%		
			4.1.7 Payment of Debt Service Liability (Higher better)	Crore Taka	7	2.50	4.00	12.00		
			4.1.8 Average Training hour per Employee (Higher better)	Hour	2	149.01	53.85	75.00		
	2	4.2 Improvement of technical capacity	4.2.1 Maintenance and Up-gradation of TMLM (Higher better)	%	2	83.00%	100.00%	80.00%		
					80					

আমি,সভাপতি,কক্সবাজার পবিস সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সভাপতি,কক্সবাজার পবিস এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে,এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষী:

স্বাক্ষরিত:
তারিখঃ -১৭/০৬/২০১৯ খ্রিঃ

নূর মোহাম্মদ আজম মজুমদার
জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পবিস

জেনারেল ম্যানেজার
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(মোঃ শামীম আহসান)
পরিচালক
পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (দঃ) পরিদপ্তর

সভাপতি
কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(মোঃ শামীম আহসান)
পরিচালক
পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (দঃ) পরিদপ্তর

পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সচিব

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

(মোঃ আসাফউদ্দৌলা)
সচিব
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

সেকশন-২(খ)

মাঠ পর্যায়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৯-২০ Target- 2019-20)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ										
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরন	৬	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষনসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষন আয়োজিত	জনঘন্টা	০.৫	৬০	-	-	-	-
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-
			[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫	২৪ জুলাই, ২০১৯	২৯ জুলাই, ২০১৯	৩০ জুলাই, ২০১৯	৩১ জুলাই, ২০১৯	০১ আগষ্ট, ২০১৯
			[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	তারিখ	০.৫	১৩ জানুয়ারী, ২০২০	১৬ জানুয়ারী, ২০২০	১৭ জানুয়ারী, ২০২০	২০ জানুয়ারী, ২০২০	২১ জানুয়ারী, ২০২০
		[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১.০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	-
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	-
			[১.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১১	১০	৯	-
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরন ও বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
			[১.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন অফিসে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	২	-	-
			[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষন ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯	১৫ জানুয়ারী, ২০২০	০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৯-২০ Target- 2019-20)				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দশ্যেসমূহ										
[২] কর্মসম্পাদন গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৮	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			[২.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০
			[২.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		[২.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[২.২.১] ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১ মার্চ,২০২০	১৮ মার্চ,২০২০	২৫ মার্চ,২০২০	১ এপ্রিল,২০২০	৮ এপ্রিল,২০২০
		[২.৩] পিআরএল শুরুর ২মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা।	[২.৩.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১.০	১০০	৯০	৮০	-	-
			[২.৩.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	১.০	১০০	৯০	৮০	-	-
		[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরন	[২.৪.১] অফিসের সকল তথ্য হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	-	-
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকলাপনা প্রনীত	তারিখ	১	১৬ আগষ্ট, ২০১৯	২০ আগষ্ট, ২০১৯	২৪ আগষ্ট, ২০১৯	২৮ আগষ্ট, ২০১৯	৩০ আগষ্ট, ২০১৯
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
		[৩.২] স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	৪ মার্চ, ২০২০
			[৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০	৪ মার্চ, ২০২০
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কায়ক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ব্রডশীট জবাব প্রেরিত	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		[৩.৪] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ	[৩.৪.১] বিসিসি/বিটিসিএল এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১.০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
			[৩.৪.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০

সংযোজনী -১

শব্দ সংক্ষেপ

(Acronyms)

বিআরইবি	বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড
বিপিডিবি	বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
APA	Annual Performance Agreement
PI	Performance Indicator
পবিস/ পিবিএস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
পিজিসিবি	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
KVA	কিলোভোল্ট এম্পিয়ার
KV	কিলোভোল্ট
MW	মেগাওয়াট
MVA	মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ার
SAIDI	সিস্টেম এভারেজ ইন্টারাপশন ডিউরেশন ইনডেক্স
SAIFI	সিস্টেম এভারেজ ইন্টারাপশন ফ্রিকোয়েন্সি ইনডেক্স
DSL	ডেব্ট সার্ভিস লায়াবিলিটি
KM	কিলোমিটার
ERC	Equipment Record Card
NIS	National Integrity Strategy (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল)
ই-সার্ভিস	ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস
ROW	রাইট-অব-ওয়ে (পথস্বত্ত্ব পরিষ্কার)
DNP	Disconnection for Nonpayment
TMLM	Transformer Maintenance & Load Management
SIP	Small Improvement Project
E-Filing	Electronic filing

সংযোজনী-২ ঃ

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তর	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১।	সিস্টেম লস হ্রাসকরন	সিস্টেম লস হ্রাস	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে সমিতিসমূহের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	মাসিক আর্থিক ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদন (ফর্ম-৫৫০) ও পবিস এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন, কমপ্লেইন রেজিস্টার, ট্রেনিং ম্যানুয়াল ও রেজিস্টার	
২।	আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	বকেয়া মাস	বিলিং দক্ষতা বৃদ্ধি ,রাজস্ব আদায় ও অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে বাপবিবো'র বকেয়া হ্রাসকরণ	বিআরইবি, কৃষি ও ধর্ম মন্ত্রণালয় ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৩।	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ	নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ হার	বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদান	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৪।	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	গড় প্রশিক্ষণ প্রদান	বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৫।	নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরন	SAIDI, SAIFI	গ্রাহকের নিকট নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৬।	গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন	Consumer Complain	গ্রাহক অভিযোগ প্রতিকার বাস্তবায়ন	বিআরইবি ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৭।	আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	Accounts Payable	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি'র বিল পরিশোধকরণ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		
৮।	আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	Payment of DSL	যথাসময়ে বাপবিবো'র ঋণের কিস্তি পরিশোধ	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		

সংযোজনী-৩ ঃ

কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
বিপিডিবি	বিদ্যুৎ ক্রয়	সিস্টেম লস	বিদ্যুৎ সরবরাহ	বিপিডিবি হতে পবিস বিদ্যুৎ ক্রয় করে।	গ্রাহক প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না।
পিজিসিবি	বিদ্যুৎ সরবরাহ	সিস্টেম লস ও উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও উপকেন্দ্র হতে বে,ব্রেকার সংযোজন	পিজিসিবি বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে থাকে ও উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।	গ্রাহক প্রান্তে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে না ও নতুন সাবষ্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করা যাবে না।
স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, এলাকা পরিচালক	বকেয়া আদায়	সমমাস	সঠিক সময়ে বকেয়া আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা না গেলে পবিসসমূহ আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে পড়বে, পিডিবি/পিজিসিবি'র বিল পূরণে ব্যর্থ হবে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জন প্রতিনিধি, এলাকা পরিচালক, UIC, ব্যাংক, টেলিটক	বিল কালেকশন	%	সঠিক সময়ে বকেয়া আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায় করা না গেলে পবিসসমূহ আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে পড়বে, পিডিবি/পিজিসিবি'র বিল পূরণে ব্যর্থ হবে।	বিল কালেকশন ও বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
কৃষি মন্ত্রণালয়	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	বকেয়া মাস	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	কৃষি মন্ত্রণালয় রিবেটের অর্থ পরিশোধ করে থাকে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।
ধর্ম মন্ত্রণালয়	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	বকেয়া মাস	রিবেটের অর্থ পরিশোধ	ধর্ম মন্ত্রণালয় রিবেটের অর্থ পরিশোধ করে থাকে।	বকেয়া মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না।